গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর
সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা
www.dgt.gov.bd

সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা,২০২১-২২ অনুযায়ী ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি:	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, পরিবহন কমিশনার(অতিরিক্ত সচিব), সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর, ঢাকা।
সভার তারিখ:	১৫/০৯/২০২১খ্রি:
সভার সময়:	বেলা ১১.০০ টা
স্থান:	সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর এর প্রশিক্ষণ কক্ষ।
উপস্থিত কর্মচারীবৃন্দ:	পরিশিষ্ট-ক

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করা হয়। কমিটির সদস্য সচিব বেগম নার্গিস পারভীন জানান যে, সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরে ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা,২০২১-২২ অনুযায়ী ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ সভা আয়োজনের আবশ্যকতা রয়েছে। সভায় আলোচনার প্রেক্ষিতে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সূচী	আলোচ্য বিষয়	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা
চতুর্থ শিল্প-বিপ্লব।	পরিচালক (নৌ) সভায় ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের পটভূমি নিয়ে সূচনা বক্তব্য রাখেন। তিনি জানান পৃথিবীর ইতিহাসে এখন পর্যন্ত তিনটি শিল্প বিপ্লব ঘটেছে যা বদলে দিয়েছে মানব সভ্যতা ও সারা বিশ্বের গতিপথ: ১। ১ম শিল্প বিপ্লব ঘটেছে ১৭৮৪ সালে । পানি ও বাষ্পীয় ইঞ্জিনের নানামুখী ব্যবহারের কৌশল আবিষ্কারের মাধ্যমে। ২। দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লব হয় ১৮৭০ সালে । বিদ্যুৎ আবিষ্কারের ফলে পাল্টে যায় মানুষের জীবনের চিত্র। শারীরিক শ্রমের দিন কমতে থাকে দ্রুততর গতিতে। ৩। দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লব এর ১০০ বছরের মাথায় ১৯৬৯ সালে আবিষ্কৃত হয়েছিল ইন্টারনেট । ইলেকট্রনিক্স এর ব্যবহার ও ইন্টারনেটের আবির্ভাবের ফলে তৃতীয় শিল্প বিপ্লবের বিপুল অগ্রযাত্রা শুরু হয়। তার ফলে তথ্য প্রযুক্তির সহজ ও দ্রুত বিনিময় শুরু হলে সারা বিশ্বের গতি কয়েক গুণ বেড়ে যায়। ৪। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ফলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ইন্টারনেট অব থিংস , জেনিটিক ইঞ্জিনিয়ারিং,রোবেটিক্স,কোয়াস্টাম কম্পিউটিং, থ্রি ডি প্রিন্টিং প্রভৃতি প্রযুক্তির বিশাল উল্লফন ঘটেছে। যা অনেক ক্ষেত্রেই মানবসম্পদের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। এ নিয়েই এখন সারা দুনিয়ায় তোলপাড় চলছে। এই ডিজিটাল বিপ্লবকে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব বলা হয়। চতুর্থ শিল্প বিল্পবের ফলাফল কি? ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের ফলে আগামী কয়েক বছরেই মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কি প্রভাব ফেলবে , সেটি নিয়ে দুই ধরনের মত পাওয়া যাচ্ছে। একদল বিশেষজ্ঞ মনে করেন, এই বিপ্লবের ফলে	অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীকে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সুবিধা গ্রহণের জন্য প্রতিষ্ঠান ও নিজেদেরকে দক্ষ ও উপযুক্ত হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।	

	সব মানুষেরই আয়ের পরিমান ও জীবনমান বাড়বে। সব কিছু সহজ থেকে সহজতর হবে এবং মানুষ তার জীবনকে আরও বেশি মাত্রায় উপভোগ করবে। এছাড়া পণ্য/ সেবা উৎপাদন ও বিনিময় প্রক্রিয়াতে ও আসবে ব্যাপক পরিবর্তন।		
	পরিবহন কমিশনার ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের ফলে নিম্নবর্ণিত বিভিন্ন প্রযুক্তির বিকাশ ও উন্নয়নের বিষয়ে বিস্তারিত ধারণা প্রদান করেন: ইন্টারনেট অব থিংস: ইন্টারনেট অব থিংস, আমাদের চারপাশের সকল ব্যবহার্য বস্তুকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে যোগাযোগ করার নেটওয়ার্ক গড়ে তুলবে, সেটাই ইন্টারনেট অব থিংস। ক্লাউড কম্পিউটিং: ক্লাউড কম্পিউটিং মানে কম্পিউটারের হার্ডডিস্কের ওপর আর চাপ থাকছে না। যে কোন স্টোরেজ,সফটওয়্যার এবং যাবতীয় অপারেটিং সিস্টেমের কাজ চলে যাচ্ছে হার্ড ডিস্কের বাইরে । শুধু ইন্টারনেট থাকলেই ক্লাউড সার্ভারে কানেক্ট হয়ে সব সুবিধা নেয়া যাবে। আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা: আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলিজেন্সকে মেশিন ইন্টিলিজেন্সও বলা হয়। কম্পিউটার সাইন্সের উৎকৃষ্টতম উদাহরণ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা।আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলিজেন্স যে চারটি কাজ মূলত করে তা হলো- কথা শুনে চিনতে পারা, নতুন জিনিস শেখা,পরিকল্পনা করা ও সমস্যার সমাধান করা। হাইটেক পার্ক: তথ্যপ্রযুক্তি তথা আইটি সংক্রান্ত সকল ধরণের কাজ সম্পাদন , আইটিকে ব্যবসা হিসেবে প্রতিষ্ঠা , আইটি সেক্টরে সকল সুযোগ-সুবিধা তৈরি, তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত সকল আমদানি, রফতানির সুবিধা সংবলিত বিশেষ এলাকাকে হাইটেক পার্ক বলা হচ্ছে। তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, সফটওয়্যার কোম্পানী গুলো এই পার্কে কোম্পানী খুলে তাদের কাজ করতে পারবে। প্রযুক্তিনির্ভর এসব হাইটেক পার্ক প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্পায়ন, তরুণদের কর্মসংস্থান এবং হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার শিল্পের উত্তরণ ও বিকাশে সুযোগ সৃষ্টি করবে। লার্নিং এ্যান্ড আর্নিং প্রকল্প: দেশের তরুণ প্রজন্মকে ডিজিটাল শিক্ষায় দক্ষ করে সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে বেশ কিছু প্রকল্প হাতে নিয়ে আইসিটি বিভাগ। যার মধ্যে রয়েছে লার্নিং এ্যান্ড আর্নি ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প। দেশের তরুণ প্রজন্মের আত্মকর্মসংস্থান অবারিত করতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ শীঘ্রই দেশব্যাপী শুরু করতে চলেছে এই কার্যক্রম। লার্নিং এ্যান্ড আর্নি নামক এই প্রকল্পের আওতায় ৫০ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারবেন দেশের তরুণ প্রজন্ম।	সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী	

৩। আর কোন আলোচনা না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

২৯.০৯.২০২১

(মোঃ মিজানুর রহমান)
পরিবহন কমিশনার(অতিরিক্ত সচিব)
সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর, ঢাকা।

স্মারক নং-০৫.০৩.০০০০.০০৫.৩৬.০২১.২১- ৫২৯

তারিখ: ২৯/০৯/২০২১

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে:

১-২। পরিচালক(সড়ক/নৌ), সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩-৪। উপসচিব(সংযুক্ত),(সকল) সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর, ঢাকা।
৫। ব্যবস্থাপক, সরকারি যানবাহন মেরামত কারখানা, ঢাকা।
৬। পরিচালক,(সড়ক),(ইনসিটু উপপরিচালক), সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর, ঢাকা।
৭। সহকারী পরিচালক(সড়ক), সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর, ঢাকা।
৮। সহকারী পরিচালক(নৌ), সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর, ঢাকা।
৯। হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর, ঢাকা।
১০। প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর, ঢাকা।
১১। পরিবহন অফিসার, সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর, ঢাকা।
১২। পিএ টু পরিবহন কমিশনার, সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর, ঢাকা।

(নাগিস পারভীন) ২৯/০৯/2022
উপসচিব
সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর, ঢাকা।